Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

'জাতী য়' সাহিত্যের প্রসারে সাহিত্য আকাদেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর ভূমিকা

পৃথা কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা

'জাতী য় সাহিত্য' শব্দবন্ধটি আমরা বিভিন্ন আলোচনাসভা য়, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষ য়ক গবেষণাপত্রে, বই য়ের পাতা য়, এমনকি শিক্ষিত সমাজের সাধারণ আলোচনাতেও বার বার উচ্চারিত হতে শুনি। এই 'জাতী য়' সাহিত্যের ধারণা আবার পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে। ঊনিশ শতকের জাতী য়তাবাদী আন্দোলনের প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'জাতী য় সাহিত্য' বলতে যা বুঝি য়েছেন--এখনকার দৃষ্টিতে তাকে কিছুটা সীমিত বলে মনে হও য়া অস্বাভাবিক ন য়, কারণ বঙ্কিমি চেতনা য় সেই জাতী য় সাহিত্য ছিল মূলতঃ হিন্দু-বাঙালির অতীত-গৌরব ও ইতিহাসের পুনর্জাগরণের প্র য়াস। আবার রবীন্দ্রনাথের চোখে জাতী য়তার ধারণা এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমিকা ধরা দি য়েছিল অন্যভাবে। স্বাধীনতার পর যখন বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যে ভরপুর অথচ স্পষ্ট ঐক্যের বিশেষ কোনো ধারণাবিহীন একটি দেশকে কোন না কোন ভাবে একত্রিত করার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্র য়োজন দেখা দিল, তখন আবার নতুন ক'রে ভাবনাচিন্তা শুরু হল এই জাতী য় সাহিত্য নি য়ে--আর সেই সঙ্গে এল বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রের ভাষাগত সমস্যার দিকটিকেও সরকারি দৃষ্টিতে বিবেচনা করার প্র য়োজন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে একে একে সাহিত্য আকাদেমি, ললিত কলা আকাদেমি এবং সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির প্রতিষ্ঠা--সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রী য় ঐক্যের চেতনাকে দৃঢ় করার তাগিদেরই ফলশ্রুতি এসব ।

বর্তমান নিবন্ধে আধুনিক ভারতী য় ভাষা এবং সাহিত্যই চর্চার মুখ্য বিষ য়, তাই উপক্রমণিকা আর দীর্ঘ না ক'রে চলে আসা যাক সাহিত্য আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ প্রসঙ্গে । ভারতী য় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও প্রসারের কাজে নিবেদিত এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্নে মূল উদ্যোগ নি য়েছিলেন ত কালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর শিক্ষামন্ত্রী, ড. মৌলানা আজাদ । স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে এবং পরে-- নেহরু এবং আজাদ দুজনেই বিভিন্ন সম য়ে -- এমনকি

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

রাজনৈতিক বক্তৃতার মধ্যেও, ভারতের বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য সন্ধান করার কথা বলেছেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে একটি ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ মৌলানা আজাদ বলেছেন --

"It was India's historic destiny that many human races and cultures should flow to her .... Our languages, our poetry, our literature, our culture, our art, our dress, our manners and customs, ... everything bears the stamp of our joint endeavours .... our joint life have (sic) moulded us into a common nationality."[১]

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেও প্রধানত এই 'জাতীয়' আদর্শকে মাথায় রেখেই সাহিত্য আকাদেমির পথ চলা শুরু হয় ১৯৫৪-র ১২ই মার্চ। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশেও সরকারি উদ্যোগে জাতীয় সাহিত্যচর্চার জন্য এইরকম সংগঠন রয়েছে -- তাই ভারত সরকারই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথাই বলেছিলেন ড. আজাদ। একটি প্রায়-নবীন, স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী যদি সরকারি উদ্যোগের কথা এভাবে বলেন -- তা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক মনে হতেই পারে। কিন্তু সেই সময় সাহিত্য আকাদেমির পক্ষে কাজটি একেবারেই সহজ ছিল না। ভারতের ভাষাবৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে নেহরু এবং আজাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সাহিত্য আকাদেমি সংবিধানে স্বীকৃত সমস্ত ভাষায় লিখিত এবং প্রকাশিত সাহিত্যের সংবিধানে স্বীকৃত সমস্ত ভাষায় লিখিত এবং প্রকাশিত সাহিত্যের প্রসারে সমান গুরুত্ব দেবে। অথচ উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি বড় অংশে তখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এক ধরনের উগ্র 'সাংস্কৃতিক রাজনীতি' শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সাহিত্যচর্চার প্রতিষ্ঠান থাকলেও, সেসব প্রতিষ্ঠান একটিই মান্য ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে। রাজনৈতিক বা তাত্ত্বিক আদর্শের বিচারে, বেনেডিক্ট অ্যাণ্ডারসন মুদ্রণযন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদ বা 'Print Capitalism'-কে আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন-- এই যুক্তি মেনে নিয়েও বলতে হয়, অ্যাণ্ডারসন বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রের কথা ভেবে সম্ভবতঃ তাঁর 'Imagine Community'-র তত্ত্ব প্রকাশ করেননি। ভারতের ক্ষেত্রে নেহরুর উদারনৈতিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং জাতীয় সাহিত্য-প্রসারের ক্ষেত্রে বহু ভাষাকে সমান গুরুত্ব দেবার নীতি সেই সময় রাজনৈতিক মহলে বহু বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার, প্রকাশনা, অনুবাদ এবং পারস্পরিক বিনিময়ের উদ্দেশে আকাদেমি গড়ে উঠলেও, অচিরেই ইংরেজি ভাষাকেও এর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইংরেজি হয়ে ওঠে ভারতীয় সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

পৌঁছে দেবার অন্যতম মাধ্যম ; অন্যদিকে এক ভারতীয় ভাষা থেকে অন্য ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজিতে অনুবাদের কাজও চলতে থাকে । ভাষার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি । তাই সংবিধানে স্বীকৃত হয়নি তখনও -- এমন ভাষাকেও সাহিত্য আকাদেমির কাজের পরিধিতে জায়গা দেওয়া হল । প্রথম ত্রিশ বছরের মধ্যে সিন্ধী, মৈথেলি প্রভৃতি আটটি ভাষা সাহিত্য আকাদেমির নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়-- যাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি তখনও মেলেনি।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাহিত্য আকাদেমি নিয়মিত আলোচনাচক্র, লেখক-সম্মেলন ইত্যাদি আয়োজন করার পাশাপাশি আরও একটি বড় কাজে হাত দিয়েছিল-- যা বৃহত্তর অর্থে, ভাষা ও সাহিত্যের পথ ধরে এক জাতীয়তাবোধের সূচক হয়ে উঠেছিল । সর্বভারতীয় সাহিত্যের এক বিস্তৃত পুস্তকতালিকা বা গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল -- এই *National Bibliography of Indian literature*-এ ১৯০১ খ্রি. থেকে ১৯৫৩ খ্রি. পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যকৃতিকে স্থান দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন বি. এস. কেশবন । ভি. ও য়াই. কুলকার্নির সহযোগিতায় এবং যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৬২ সালে কেশবন বাস্তবায়িত করেছিলেন এই দুঃসাধ্য কাজ । বিভিন্ন ভাষার হরফ ও লেখনরীতির মধ্যে অসঙ্গতি দূর করতে রোমান হরফে এবং ইংরেজি টীকাসহ এই সমগ্র গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করা হয়েছিল । জাতীয় ভাষা এবং লিপি-সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেখানে কোন সুষ্ঠু সমাধানে আসতে পারছিলেন না, সাহিত্য আকাদেমি সেক্ষেত্রে অ-রাজনৈতিক পথে, বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত থেকেও কিভাবে 'জাতীয়' চেতনাকে প্রস্ফুটিত করা যায় -- তার দিশা দেখাতে কিছুটা হলেও সফল হয়েছিল । এ প্রসঙ্গেই ইলিয়াস হুসেন মন্তব্য করেছেন, "Where as politicians failed to curb disputs over national script, the Akademi showed a way."[২]

সাহিত্য আকাডেমির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে ছিল *Indian Literature* নামে সাহিত্য-আলোচনামূলক পত্রিকা -- যা ১৯৫৭ খ্রি. থেকে শুরু করে এখনও সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে চলেছে । প্রথমে বছরে দুবার পত্রিকাটি প্রকাশ হত, এখন সেটি হয়েছে দ্বিমাসিক । ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের সমস্ত প্রধান ভাষার প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যিক এবং তাঁদের অবদান-সংক্রান্ত একটি বৃহ কোষগ্রন্থ -- *Who's who of Indian Literature* । প্রথম সংস্করণে স্থান পেয়েছিলেন সারা ভারতের প্রায় ৫০০০ সাহিত্যিক, এবং এই আকর-গ্রন্থটি মোট ১৬টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল । 'লিপিয়াঁ অনেক, হস্তাক্ষর এক' --এই নীতিই ছিল সাহিত্য-আকাদেমির একের পর এক এই ধরণের বিপুলায়তন এবং শ্রমসাধ্য

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

প্রকল্পের পিছনে প্রেরণা-স্বরূপ । পণ্ডিত নেহরু ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন -- ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিস্তারিত, সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনা করা হোক । প্রস্তাবটি সাহিত্য আকাদেমি যথানিয়মে অনুমোদন এবং কার্যকর করতে সচেষ্ট হয় -- তারই ফসল The Encyclopaedia of Indian Literature -- যা প্রকাশের আলো দেখে নেহরুর মৃত্যুর পর-- ১৯৭১ সালে ।

সাহিত্য আকাদেমি বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ১২টি ভাষা-সহ ইংরেজি ও রাজস্থানি ভাষাতেও নিয়মিত কাজ করে চলেছে । কিন্তু প্রতিটি ভাষাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া কি বাস্তবে সম্ভব? গত কয়েক বছরে আকাদেমির প্রকাশনা তালিকা দেখলেই বোঝা যায় -- জাতীয় স্তরে দেশের ভাষাবৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার সদিচ্ছা থাকলেও, প্রকাশনার মান এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বৈষম্য । আকাদেমি প্রকাশিত ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসের সংবাদলিপি জানাচ্ছে -- ঐ বছর অসমিয়া ভাষায় অনূদিত গ্রন্থসংখ্যা ৭, বাংলায় প্রকাশিত এবং অনূদিত মোট বইয়ের সংখ্যা ৩৭, ইংরেজিতে অনূদিত অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গ্রন্থ সংখ্যা ১৫, হিন্দীতে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৪৩, কোঙ্কনিতে চারটি, মণিপুরিতে ২টি, বোড়ো-তে মাত্র একটি। সামগ্রিক তালিকার দিকে তাকালে এই বৈষম্য আরও বেশি ক'রে চোখে পড়বে । ২০১৬-র মে-জুন মাসের ছবিটাও দেখে নিতে পারি আমরা --

অসমিয়া --	২	হিন্দী --	৯
বাংলা --	৫	কাশ্মীরি --	৪
ডোগরি --	৬	মৈথিলি --	৩
ইংরেজি --	১৬	নেপালি --	২
ওড়িয়া --	৬	তামিল --	১০
পাঞ্জাবি --	৩	তেলুগু --	১
রাজস্থানি --	২	উর্দু --	৭
সান্তালি --	১		

দেখাই যাচ্ছে-- কয়েকটি ভাষায় নিয়মিত কাজ হয়ে চলেছে -- অনুবাদ, নতুন প্রকাশনা, পুনর্মুদ্রণ সব মিলিয়ে । আবার কয়েকটি ভাষায় কাজ খুব কম । অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে প্রতি বছর নতুন প্রকাশনা বা পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে সব ভাষায় সমান সংখ্যক বই বের করা বাস্তবে সম্ভব নয়; তাছাড়া সংখ্যাকে বেশি গুরুত্ব দিলে মানের সঙ্গে আপস করার প্রশ্নও এসে যায়। তবু বেশ কয়েক বছরের পুস্তক তালিকা সমীক্ষা করলে একটা সাধারণ প্রবণতা চোখে পড়ে -- যা সব ভাষার

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

ক্ষেত্রে সমান ন য়।

ডি. এস. রাও তাঁর *Five decades : The National Academy of Letters* গ্রন্থে আকাদেমির পঞ্চাশ বছরের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার খতি য়ান তুলে ধরেছেন[৩]। আকাদেমির কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক সম য়ই এমন অভিযোগ ওঠে যে, আমলাতন্ত্রের স্বার্থে সাহিত্য ও প্রকাশনার মানের সঙ্গে আপস করা হচ্ছে। প্রতি বছর সাহিত্য আকাদেমি বিভিন্ন ভারতী য় ভাষা য় উল্লেখযোগ্য মৌলিক সাহিত্য অবদানের জন্য বা অনুবাদ-সাহিত্যের জন্য যে পুরস্কার প্রদান করে থাকে, সেই পুরস্কার-প্রাপকদের নির্বাচনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও নানা অভিযোগ ওঠে। তাছাড়া আধুনিক ভারতী য় ভাষাচর্চা এবং আন্তর্ভাষিক অনুবাদের কাজে প্রকৃত সাম্য রক্ষা করে চলা বাস্তবে যে সবসম য় সম্ভব হ য় না -- তা আমরা সাধারণ দৃষ্টিতেই বুঝতে পারি। এইসব সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, অস্বচ্ছতা এবং অভিযোগ কিন্তু যেকোন বৃহ কর্মকাণ্ডেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলিকে অস্বীকার না করেও বলা যা য়, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বহুত্ববাদ (Multiculturalism and Linguistic Pluralism) --যা আজকের বিশ্বা য়িত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হ য় -- সেই বহুত্ববাদের মধ্য দি য়ে ঐক্যের এক জাতী য় চেতনা গড়ে তোলার প্র য়াস সাহিত্য আকাদেমি করতে চে য়েছিল এক নতুন রাষ্ট্রের 'National Academy of Letters' হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে। পৃথিবীর আর কোন দেশের জাতী য় সারস্বত চর্চাকেন্দ্র এইরকম ভাষাগত বহুত্ববাদকে এইভাবে স্বীকৃতি দি য়ে চলতে পেরেছে কিনা -- সে বিষ য়ে যথেষ্ট সন্দেহ র য়েছে।

সাহিত্য আকাদেমির পাশাপাশি কেন্দ্রী য় সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত আরো একটি জাতী য় স্তরের প্রকাশনা-সংস্থা গড়ে উঠেছিল ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে -- ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডি য়া (NBT)। এর পিছনেও প্রধান উ সাহদাতা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। কম দামে উন্নতমানের সাহিত্যগ্রন্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমাজ-সচেতনতার বিভিন্ন দিকের উপর লেখা বই এবং শিশুসাহিত্য -- দেশের পাঠক সমাজের কাছে পরিবেশন করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের জনপ্রি য় প্রকাশনার মধ্যে র য়েছে শিশুপাঠ্য 'নেহরু বাল পুস্তকাল য়' সিরিজ, 'জাতী য় জীবনী গ্রন্থ মালা', 'এশি য়া প্যাসিফিক যুগ্ম কর্মসূচী', 'কিশোর ভারত গ্রন্থমালা', 'সহজ সমাজ বিজ্ঞান', 'নবসাক্ষর', 'আদান-প্রদান', প্রভৃতি -- যার মাধ্যমে বিভিন্ন ভারতী য় ভাষার পারস্পরিক বিনিম য় গড়ে ওঠে ভাষান্তরের মাধ্যমে। এছাড়া লেখক-পাঠক সম্মিলন,আলোচনাসভা এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

সহযোগিতা য় দেশের বিভিন্ন জা য়গা য় বইমেলার আ য়োজন করা -- এভাবেই প্রকাশনা, সাহিত্য-পরিষেবা এবং অনুবাদকর্মের মাধ্যমে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক দিকের মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছে জাতী য় স্তরে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের 'আদান-প্রদান' কর্মসূচি শুরু হ য়েছিল ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে -- যার ফলে ১২টি আধুনিক ভারতী য় ভাষা য় ভারতের এক একটি সাহিত্য সম্পদকে অনুবাদ করা সম্ভব হ য়েছে; বৃহত্তর ভারতী য় পাঠকের কাছে তাদের মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা য় রচিত সাহিত্যের জগ উন্মোচিত হ য়েছে। কন্নড় ভাষা য় প্রেমচন্দ, অসমি য়াতে বশির, তামিল ভাষা য় ফকির মোহন সেনাপতির লেখা পড়ার সুযোগ পে য়েছেন ভারতী য় পাঠক-সমাজ -- যা উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে আধুনিক ভারতের শিক্ষা এবং গ্রন্থচর্চার ক্ষেত্রে জাতী য় ঐক্যের বোধকে তুলে ধরেছে।

প্রথমদিকে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কর্মকাণ্ডে শুধু নির্বাচিত কিছু ভারতী য় ভাষাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হ য়েছিল। সাম্প্রতিককালে ইংরেজি ভাষাতেও এই প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছে। বিশেষ করে সংবিধানে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত কোঙ্কনি, মণিপুরি ও নেপালি ভাষা য় বই প্রকাশের কাজও ক য়েক বছর হল শুরু হ য়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে এর সঙ্গে আত্ত, নাগা, ভিলি, গোণ্ডি, খাসি, মিসিং, মিজো, গারো প্রভৃতি ভাষাতেও শিশুসাহিত্য অনুবাদের কাজ শুরু হ য়েছে। বর্তমানে প্রা য় ৩২ ভাষা নি য়ে NBT কাজ করছে ।

বিদেশে ভারতী য় ভাষা য় লিখিত এবং ভারতী য় সাহিত্য থেকে অনূদিত গ্রন্থের প্রসারের জন্য NBT বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বইমেলা য় সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে চলেছে ১৯৭০ সাল থেকে । পৃথিবীর বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বইমেলা 'ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক ফে য়ার'-এ দু-দুবার -- ১৯৮৬ এবং ২০০৬ সালে -- ভারত 'অতিথি দেশ'-এর সম্মান পে য়েছে NBT-র উদ্যোগেই । ভারতী য় বই য়ের বিদেশি ভাষা য় অনুবাদে যাঁরা আগ্রহী, সেইসব অনুবাদক বা বিদেশি প্রকাশককে আর্থিক অনুদান দি য়ে সাহায্য করার কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে NBT । প্রকাশনা শিল্পে আগ্রহী তরুণ প্রজন্মকে উ সাহ দেও য়ার জন্য 'বই প্রকাশনা পাঠক্রম', প্রকাশনা সংক্রান্ত কর্মশালা এবং 'রিফ্রেশার কোর্স'-এর আ য়োজনও করে থাকে NBT -- রাজ্য এবং জাতী য় স্তরে ।

প্রতি বছর ১৪ থেকে ২০ শে নভেম্বর NBT-র উদ্যোগে দেশব্যাপী 'জাতী য় বই সপ্তাহ' (Natinal Book Week) উদযাপন করা হ য় । এতে অংশ নে য় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং প্রকাশন সংস্থা । 'এশি য়া প্যাসিফিক যুগ্ম প্রকাশনা' কর্মসূচীর মাধ্যমে NBT হাত মিলি য়েছে 'ইউনেসকো' (UNESCO) র সঙ্গে । ভারতী য় উপমহাদেশ এবং বৃহত্তর এশি য়ার দেশগুলি যৌথভাবে অংশগ্রহণ রতে পারে এই প্রকাশনা প্রকল্পে ।

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মূলত জাতীয় সাহিত্য, ভারতীয় ভাষা এবং দেশীয় সমাজে শিক্ষার প্রসার সহায়ক একটি প্রকাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে । কিন্তু গত দু-তিন দশকে জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নিজের স্থান করে নিতে অনেকটাই সফল NBT। আর এই আন্তর্জাতিকতার সহচর হিসেবে NBT-র সাম্প্রতিক প্রকাশনায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ইংরেজি ভাষাকে । বিভিন্ন সিরিজের অন্তর্গত নানা ধরনের বই ইংরেজি অনুবাদ করার পাশাপাশি, মৌলিক ইংরেজি রচনাও প্রকাশ করা হচ্ছে । NBT-র বিশ্বসাহিত্য বা 'World Literature' সিরিজে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সেরা সাহিত্য অনূদিত হচ্ছে ভারতীয় ভাষায়; আবার ভারতীয় সাহিত্যের ভাষান্তর ঘটছে ইংরেজিতে -- পৌঁছে যাচ্ছে ভারতে এবং বিদেশে ইংরেজি-পাঠের কাছে ।

গত কয়েক বছর ধরে NBT-র বিভিন্ন সিরিজের অধীনে ইংরেজি ভাষায় নতুন, মৌলিক গ্রন্থ এবং অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা হয়ে চলেছে যথেষ্ট দ্রুতগতিতে । মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই NBT-র ইংরেজি পুস্তক তালিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৩; এবং ৫০০-র বেশি শিরোনাম রয়েছে এই পুস্তক তালিকায় । ভারতীয় সংস্কৃতি, ভূগোল-পরিচয়, সাহিত্য কারিগরি-বিদ্যা, প্রযুক্তি, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে ইংরেজি প্রকাশনার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে ।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সাফল্য সত্ত্বেও, তার কাজকর্ম সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। প্রকাশনা-সংক্রান্ত চুলচেরা বিশ্লষণে যদি না-ও যাই, সাহিত্য আকাদেমির মত NBT প্রকাশনার গত কয়েক বছরের গ্রন্থ-তালিকা সমীক্ষা করলেও দেখা যাবে -- কোন কোন ভাষার সাহিত্যকীর্তিকে অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে । যেমন হিন্দীতে ২০১৫ সালের পুস্তক তালিকায় রয়েছে নতুন পুরোনো মিলিয়ে প্রায় ৮০০ টিরও বেশি গ্রন্থ-শিরোনাম; অন্যদিকে বাংলায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৪৩২ । এর মধ্যে আবার 'আদান-প্রদান' সিরিজের বই অর্থাৎ অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত বইয়ের সংখ্যাই বেশি -- প্রায় ১৭৩ । বাংলায় মৌলিক গ্রন্থের পরিমাণ সেই তুলনায় কম । ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ঐ বছরে -- ৫২১ । কন্নড় ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা -- ৩৬২ । উর্দু, তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশনার কাজ অনেক কম । কোথাও যেন একটা প্রাদেশিক রাজনীতির আভাস পাওয়া যায় এই পুস্তক-তালিকা সমীক্ষায় ।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানপুষ্ট এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে, রাজনীতির প্রসঙ্গ দূরে রাখতে চাইলেও বোধহয় তা সম্ভব নয় । স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারের আমলে একটি নির্দিষ্ট, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাষানীতি ও

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফসল হিসেবে সাহিত্য আকাদেমি ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট গড়ে উঠেছিল । তারপরে বহুবার সরকার বদলেছে; পালটেছে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নীতিও । প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকমণ্ডলীতেও এসেছে পরিবর্তন । এই পরিবর্তনের মধ্যে কোন না কোন ভাবে প্রাদেশিক, সাংস্কৃতিক বা বৃহত্তর রাজনীতির কিছু না কিছু প্রভাব পড়তে বাধ্য । স্বাধীনতার পর একটি নবগঠিত রাষ্ট্র কোন্ পথে এগোবে-- কী হবে তার জাতীয় ঐক্য সাধনের ভিত্তি -- এই সব প্রশ্ন এবং তার সমাধান সবসময় একটা একমুখী নির্দিষ্ট খাতে বয়ে চলতে পারে না । বিশেষ করে, সাংস্কৃতিক বা সারস্বত চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি সেই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অনুসন্ধান করতে যাই, তাহলে বিষয়টা একইসঙ্গে অতি সরল বা অতি জটিল মনে হতে পারে । আর ইতিহাস সম্বন্ধে ভারতবাসীর অনীহা -- সে তো অল্-বিরুনীর ভাষায় প্রায়-প্রবাদে পরিণত হয়েছে । তাই সাহিত্য আকাদেমি বা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের মত প্রতিষ্ঠান আধুনিক ভারতের শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট পরিচিত এবং সমাদৃত হলেও, তাদের বিশেষ কয়েকটি প্রকাশনা-সিরিজ একদল পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও -- বৃহত্তর পাঠকসমাজ -- যাঁরা বইমেলায় সাহিত্য আকাদেমি বা NBT-র স্টলে ভিড় করেন এবং কিছু বই-ও কেনেন -- তাঁদের মধ্যে কতজন এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বা কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন? জাতীয় সাহিত্য বা সংস্কৃতির প্রসারে কোন প্রতিষ্ঠানের অবদান শুধুমাত্র কয়েকজন গবেষকের চিন্তার বিষয় না হয়ে যদি জাতীয় জনগণের ভাবনা চিন্তায় স্থান করে নিতে পারত, তাহলে হয়তো সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক আত্মবিস্মৃতির দায় থেকে আমরা মুক্ত হতে পারতাম। সাহিত্য আকাদেমি বা NBT প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছয় দশক পেরিয়ে যাবার পর এ নিয়ে আমাদের ভাবার সময় এসেছে ।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ কে. এন. পানিক্কর তাঁর 'Culture in the Making of Nationalism' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, জাতীয়তাবাদ যে সবসময় একটি একমাত্রিক, সার্বভৌম ধারণা না-ও হতে পারে, তা অনুধাবন করতে গেলে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে বিচার করতে হবে ।[৪] ইলিয়ান হুসেন বলেছেন, স্বাধীন ভারতকে জাতীয় ঐক্যের বন্ধনে বাঁধতে যাওয়ার দুটি পথ খোলা ছিল । প্রথমটি ছিল সংখ্যাগুরু ধর্মীয় আবেগের ভিত্তিতে "এক ধর্ম রাজ্যপাশে বিচ্ছিন্ন ভারত"-কে বেঁধে রাখার সম্ভাবনা । স্বাধীন ভারতের সংবিধান সে পথে না গিয়ে এক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে তুলে ধরেছিল । আর দ্বিতীয় পথটি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে উদারনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস । নতুন ভারত এই পথেরই পথিক হয়েছিল -- এবং সাফল্য, সীমাবদ্ধতা -- সব মিলিয়ে এই পথে

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

ভারত রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে গতি এসেছে, একথা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? আর এই উন্নয়নে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এবং ভাষা বৈচিত্র্যকে সম্মান দিয়ে গড়ে ওঠা বিদ্যাচর্চার পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত রয়েছে সাহিত্য আকাদেমি বা NBT-র মত প্রতিষ্ঠান । আজও ভারতের নানা দিকে জাতি, ধর্ম, ভাষা নিয়ে যে সঙ্কীর্ণ রাজনীতি, যে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়ে চলেছে নানাভাবে -- তার উত্তরে বহুভাষিক, বহুমাত্রিক জাতীয়তাবোধকে নতুন করে চেনার, তাকে আত্তীকরণ করে বাঁচার চেষ্টাই বোধহয় আমাদের আশার আলো দেখাতে পারে ।

তথ্যসূত্র

১.উদ্ধৃতিটি রামচন্দ্র গুহের India After Gandhi : The History of World's Largest Democracy (India : Picador, 2007), পৃ. ৭৫২ থেকে সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া হয়েছে ।

২.Illias Husain, 'The Genesis and the Working of the Sahitya Akademi : linguistic Pluralism in the times of Nationalism', Proceedings of The Indian history Congress, 72, Part-II (2011), 1474.

৩. D. S. Rao, *Five Decades, The National Academy of Letters : A Short History of Sahitya Academi* (New Delhi : Sahitya Academi, 2004).

৪.K. N. Panikkar, 'Culture in the Making of Nationalism', Colonialism, Culture and Renaissance : Collected Essays (New Delhi : OUP, 2007), 83

সহায়ক উপাদান (বাংলা) :

সাহিত্য আকাদেমি নিউজলেটার (২০১৫ - ১৬)
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পুস্তকতালিকা (২০১৫ - ১৬)

(ইংরেজি)

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

Guha, Ramchandra. (2007) *India After Gandhi : The History of World's Largest Democracy.* India : Picador.

Husain, Illias. (2011). 'The Genesis and the Working of the Sahitya Akademi : linguistic Pluralism in the times of Nationalism', Proceedings of The Indian history Congress, 72, Part-II .

Rao, D. S. (2004). *Five Decades, The National Academy of Letters : A Short History of Sahitya Academi* .New Delhi : Sahitya Academi.

Panikkar, K. N. (2007). 'Culture in the Making of Nationalism', *Colonialism, Culture and Renaissance : Collected Essays.* New Delhi : OUP.